সংবাদ

তারিখ 2 4 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

৪৭

গৌরনদী

জুনিয়র বৃত্তি : প্রধান পরীক্ষকের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ

প্রতিনিধি, গৌরনদী

বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষকের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গেছে। কারচুপির কারণে ২০০৬ সালে জুনিয়র বৃত্তি লাভ থেকে বঞ্চিত হয় গৌরনদী গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের মেধাবী ছাত্রী ইশরাত জাহান। তার বাবা অভিযোগ করেন তার মেয়ে ২০০৩ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়ে গৌরনদী কেন্দ্রে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। সে গৌরনদী গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের ৮ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকারী এবং ২০০৬ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

গত ১৩ মার্চ জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ফলাফল প্রকাশের পর বৃত্তি তালিকায় তার নাম না দেখে তিনি দেখে হতাশ হন। সে এবং তার অভিভাবক ফলাফল মেনে নিতে না পেরে চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। গত এপ্রিল মাসে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক হোসনেয়ারা বেগমের কাছে খাতা দেখার আবেদন জানান। এ সময় উপ-পরিচালক জানান, মহা-পরিচালকের অনুরোধ ছাড়া খাতা দেখানোর কোন বিধান নেই। আপনি অনুমতি আনতে পারলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সে অনুযায়ী মেধাবী ইশরাতের পিতা নূর মোহাম্মদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের কাছে আবেদন করার পর মহা-পরিচালক তাকে পরিচালক অধ্যাপক খোরশেদ আলমের সঙ্গে দেখা করে লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করতে বলেন। নূর মোহাম্মদ পরিচালক অধ্যাপক খোরশেদ আলমের সঙ্গে দেখা করে লিখিতভাবে বরিশালের উপ-পরিচালক ও প্রধান পরীক্ষকের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালক (ঢাকা) বরিশালের ডিডিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

নির্দেশ পাওয়ার পরেও বরিশালের উপ-পরিচালক হোসনেয়ারা এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে তালবাহানা শুরু করেন। পরে তিনি ২৬ এপ্রিল গৌরনদী গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাতেমা বেগম, ছাত্রী ইশরাত জাহান ও তার বাবা নূর মোহাম্মদকে খাতা দেখানোর তারিখ নির্ধারণ করে তার অফিসে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেন। তারা অফিসের উপস্থিত হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় তাদের শুধু গণিত খাতা দেখা হয়। খাতা দেখার পরেই অভিযোগের প্রমাণ মেলে। গণিত খাতায় ৪নং প্রশ্নের উত্তর সঠিক হওয়া সত্ত্বেও ইশরাতকে কোন নম্বর দেয়া হয়নি।

তাছাড়া জ্যামিতির ১৩ (ক) নং প্রশ্নের উত্তর সঠিক হওয়ায় ৫ নম্বর দেয়া হলেও তা মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হয়নি। গণনা অনুযায়ী ইশরাত জাহানের গণিত বিষয়ে মোট নম্বর ৪৯ হওয়ার কথা থাকলেও খাতায় মোট নম্বর ৪৪ দেখানো হয়। ছাত্রীর পিতা নূর মোহাম্মদ এর প্রতিবাদ করলে সেখানে উপস্থিত গণিত বিভাগের প্রধান পরীক্ষক বরিশাল জেলা স্কুলের শিক্ষক (বর্তমান ঝালকাঠিতে কর্মরত) মো. হুমায়ুন কবির তার সামনেই ১৩ (ক) নং প্রশ্নের ৫ নম্বর কেটে দিয়ে ইনিশিয়াল স্বাক্ষর করে বলেন, প্রধান পরীক্ষকদের ক্ষমতা বলে ৫ নম্বর কেটে দেয়া হয়। গণিত বিষয়ে সঠিক উত্তর দেয়া সত্ত্বেও ওই ছাত্রী ১২ নম্বর কম দেয়া হয় বলে জানা গেছে। গৌরনদী গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাতেমা বেগম জানান, ২০০৬ সলে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় দুটি সাধারণ ও তিনটি ট্যালেন্টপুলের কোটায় বৃত্তি গৌরনদী থেকে ফেরত পায়। অথচ ৫ নম্বর কম পাওয়ার কারণে ইশরাত জাহান বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ইশরাত জাহানের মোট প্রাপ্ত নম্বর ১৭৫, বৃত্তি লাভে প্রয়োজন ১৮০।

এ ব্যাপারে তিনি মহা-পরিচালক বরাবরে খাতা পুনঃনিরীক্ষণের সুপারিশপত্র পাঠিয়েছে বলে জানান। ছাত্রীর মা শিউলী আক্তার জানান, কারসাজির কারণে বৃত্তি না পেয়ে ইশরাত লেখাপড়ার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে। তিনি এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানিয়েছেন। বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের উপ-পরিচালক হোসনেয়ারা বেগম বলেন, তাদের বিরুদ্ধে আনীত কারসাজির অভিযোগ সত্য নয় এবং তার খাতায় কোন অনিয়ম করা হয়নি। এ ব্যাপারে প্রধান পরীক্ষকদের নিয়ে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের পরেই বিষয়টি মহা-পরিচালক ও বরিশাল জেলা প্রশাসকের কাছে পেশ করা হবে বলে তিনি জানান।